"সংশোধন ও প্রশিক্ষণ,
বন্দির হবে পুনর্বাসন"

কারা সপ্তাহ-২০১৮

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

০৬ চৈত্র ১৪২৪
২০ মার্চ ২০১৮

বাণী

কারা সপ্তাহ-২০১৮ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ জেল এর সকল কর্মকর্তা- কর্মচারী ও কারাবন্দিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

কোন মানুষই অপরাধী হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও পরিস্থিতিই মানুষকে অপরাধপ্রবণ করে তোলে। তাই কারাবন্দিদের মানসপট থেকে অপরাধপ্রবণতা দূর করতে সংশোধনমূলক কর্মকাণ্ডের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বন্দিদের কৃত অপরাধের জন্য অনুশোচনাবোধে উদ্দীপ্তকরণ এবং সংশোধনমূলক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে কারাগারে আটক বন্দিদের প্রাথমিক ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানসহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান বন্দিদের সমাজে পুনর্বাসনে ভূমিকা রাখবে। কারাবাস শেষে জীবিকার জন্য কারাগারে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ কাজে লাগানোর সুযোগ থাকলে বন্দিগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী হবে। কারা কর্তৃপক্ষ বন্দিদের জন্য প্রশিক্ষণের কলেবর বৃদ্ধিসহ লাগসই প্রশিক্ষণের আয়োজন করলে তা বন্দিদের পুনর্বাসনে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

কারা কর্তৃপক্ষের আন্তরিক কর্মনিষ্ঠা দেশের কারা ব্যবস্থাপনাকে ভবিষ্যতে কাঙ্ক্ষিত সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি কারাগারকে পরিপূর্ণ সংশোধনাগার হিসেবে গড়ে তুলবে। কারা সপ্তাহ পালন এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি কারা সপ্তাহ-২০১৮ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আব্দুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

আসাদুজ্জামান খাঁন এম,পি

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৬ চৈত্র ১৪২৪
২০ মার্চ ২০১৮

বাণী

কারা সপ্তাহ-২০১৮ উদ্‌যাপনের শুভ আয়োজনে 'বাংলাদেশ জেল' এর সকল সদস্যের প্রতি মঙ্গলকামী শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

দেশের অপরাধ প্রবণতা নিয়ন্ত্রিত পরিধিতে স্থিতিশীল রাখতে 'বাংলাদেশ জেল' এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। সরকারের সার্বিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাংলাদেশের কারাগারসমূহে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত বন্দি থাকার পাশাপাশি বিশেষ কিছু সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। ইতোমধ্যে যন্ত্রকৌশল ও তথ্য প্রযুক্তির সংযোজন, জনবল বৃদ্ধি ও পদমর্যাদা উন্নয়ন প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে কারা বিভাগকে আধুনিকায়নে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির আরো পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ নেতৃত্বে দেশের সর্বস্তরে নানামুখী উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। কারগার এর ব্যতিক্রম নয়। কারাগারকে শুধুমাত্র শাস্তি প্রয়োগের প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে প্রকৃত সংশোধনাগার হিসেবে রূপান্তরের ক্ষেত্রে তিনি আন্তরিকভাবে সচেষ্ট।

কারা বিভাগের জনবল বৃদ্ধিসহ নানা সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন। ইতোমধ্যে নতুন মঞ্জুরী প্রাপ্ত ৩১০৭ জন জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এছাড়া কারা বিভাগের জন্য এ পর্যন্ত উপযোগী মানের কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিলো না। সরকার এ সমস্যা বিবেচনা করে কারা বিভাগের জন্য আন্তর্জাতিক মানের স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি প্রশিক্ষণ একাডেমি প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেছে। কারাগারের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত যুগান্তকারী পদক্ষেপসমূহের সুফল বন্দিসহ জনগণ পাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এ সুফল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

কারা সপ্তাহ উদ্‌যাপনের শুভ আয়োজনে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করতে চাই যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছায় গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচী দেশের কারা ব্যবস্থাপনাকে কাঙ্ক্ষিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবে।

আমি কারা সপ্তাহ-২০১৮ এর সার্বিক সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আসাদুজ্জামান খাঁন এম পি)

بسم الله الرحمن الرحيم

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৬ চৈত্র ১৪২৪
২০ মার্চ ২০১৮

বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও কারা সপ্তাহ-২০১৮ উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। কারা সপ্তাহ-২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে **"বাংলাদেশ জেল"** এর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ, তাদের নৈতিক মূল্যবোধের সংশোধনসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কারা অধিদপ্তরের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কারাগারকে আধুনিক প্রযুক্তির নির্ভর, কর্মসংস্থানমুখী, সেবাধর্মী ও সংশোধনমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপান্তরের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে দেশে মোট কারাগারের সংখ্যা ৬৮টি, এর মধ্যে ১৩টি কেন্দ্রীয় কারাগার এবং ৫৫টি জেলা কারাগার। কারা অধিদপ্তরের জনবল ৩৪৫২ হতে বৃদ্ধি করে ১২১৭৩ এ উন্নীত করা হয়েছে। ২০০৯ হতে ২০১৮ সন পর্যন্ত প্রায় ৫১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে টাকা ব্যয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জসহ ১১টি কারাগার পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। প্রায় ১৪১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে কারাগার সংস্কার সংক্রান্ত আরো ৮টি প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে **"বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর ও জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর"** নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বন্দিরা মুক্তি পাওয়ার পর যেন আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে সে লক্ষ্যে তাদেরকে বিভিন্ন উপার্জন-মুখী কর্মে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাদের উৎপাদিত পণ্যের লভ্যাংশ হতে ৫০% মজুরী হিসেবে বন্দিদের প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বন্দিরা যেন প্রতি সপ্তাহে তাদের পরিবারের সাথে কথা বলতে পারে সে লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রকল্প a2i এর সহায়তায় পাইলট ভিত্তিতে টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে মোবাইল ফোন বুথ উদ্বোধন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি কারাগারে এই সেবা সম্প্রসারণ করা হবে।

কারাগারের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে **"কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন"** প্রকল্পের আওতায় কারারক্ষিদের আধুনিক অস্ত্রসহ বিভিন্ন নিরাপত্তা সরঞ্জাম সরবরাহ করা হচ্ছে। কারারক্ষিদের মনোবল ও দক্ষতা বৃদ্ধি, সেবাধর্মী এবং বন্দিদের আলোর পথের দিশারী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশে-বিদেশে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ঢাকার কেরানীগঞ্জে আন্তর্জাতিকমানের **"বঙ্গবন্ধু কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি"** তৈরীর কাজ চলমান। **"রাখিব নিরাপদ, দেখাব আলোর পথ"** এই মূলমন্ত্রকে ধারণ করে কারা বিভাগের সদস্যরা পারস্পারিক সৃজনশীল ভাবনা, অভিজ্ঞতা ও মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হবেন এবং নতুন প্রত্যয়ে কর্মক্ষেত্রকে সংশোধনাগার ও জনবান্ধব প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে সচেষ্ট হবেন বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

কারা সপ্তাহ-২০১৮ সফল ও সার্থক হোক।

ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী

"রাখিব নিরাপদ, দেখাবো আলোর পথ"

ভূমিকাঃ– "রাখিব নিরাপদ দেখাব আলোর পথ" এই শ্লোগানকে মূলমন্ত্র হিসাবে ধারণ করে বাংলাদেশ কারা বিভাগ বিপথগামী মানুষকে সংশোধন করে সমাজের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার মহান দায়িত্ব পালন করে আসছে। অতীতে কারাগার শাস্তি ভোগের স্থান হিসেবে বিবেচিত হলেও আধুনিক বিশ্বে এটি সংশোধনাগার হিসেবেই গড়ে উঠেছে। আর তাই কারা বন্দীদেরকে পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সরকারের সাথে বাংলাদেশ কারা বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কারা বিভাগের অতীত ও বর্তমান ঃ– বৃটিশ আমলে ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশে কারাগার সৃষ্টি হয়েছিল। সম্রাট শেরশাহের আমলে চকবাজার এলাকায় নির্মিত হয়েছিল আফগান দূর্গ যা পরবর্তীতে কারাগার হিসেবে রূপান্তরিত হয়। বৃটিশ আমলে ঢাকা এবং রাজশাহী দুটি কেন্দ্রীয় কারাগারসহ প্রতিটি জেলা শহরে একটি করে জেলা কারাগার, মহকুমা সদরে একটি করে উপ-কারাগার স্থাপন করা হয়। তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে বৃটিশ আমলে নির্মিত ২টি কেন্দ্রীয় কারাগার, ১২টি জেলা কারাগার এবং ৩৭টি মহকুমা কারাগার নিয়ে কারা বিভাগের যাত্রা শুরু হয়। পাকিস্তান আমলে পরবর্তীতে যশোর এবং কুমিল্লা জেলা কারাগারকে কেন্দ্রীয় কারাগারে উন্নীত করা হলে কেন্দ্রীয় কারাগার হয় ০৪টি। স্বাধীন বাংলাদেশে কারা প্রশাসনের সূচনা হয় ৪টি কেন্দ্রীয় কারাগার, ১৯টি জেলা কারাগার এবং ৪০টি মহকুমা কারাগার নিয়ে। বর্তমানে বাংলাদেশ কারা বিভাগ ১৩ টি কেন্দ্রীয় কারাগার এবং ৫৫টি জেলা কারাগারসহ সর্বমোট ৬৮ টি কারাগার পরিচালনার মাধ্যমে আইন শংঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সাম্প্রতিক অবকাঠামোগত উন্নয়নঃ– অপরাধমুক্ত সমাজ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কারাগারগুলোর আধুনিকায়ন ও বন্দিদের সংশোধনমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২৬টি নতুন কারাগার নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৬ সালের ১০ এপ্রিল মাননীয় **প্রধানমন্ত্রী** কর্তৃক **ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ উদ্বোধন** এবং পরবর্তীতে বন্দি স্থানান্তরের মাধ্যমে কারাবিভাগে নবদিগন্তের সূচনা হয়। পাশাপাশি **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং জাতীয় চার নেতার স্মৃতি বিজড়িত** পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ইতিহাস সমুন্নত রাখা এবং ঐতিহাসিক ভবন সমূহ সংরক্ষণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া কারাবন্দি এবং কারা কর্মকর্তা কর্মচারিদের জন্য চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করণার্থে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জে **২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ও ৫০ শয্যা বিশিষ্ট** মাদক নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ বাংলাদেশের কারা ব্যবস্থাকে আরো স্বয়ংসম্পূর্ণ করবে।

কারা নিরাপত্তা ব্যবস্থার আধুনিকায়নঃ– বাংলাদেশের কারাগারগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে আধুনিক। **সিসিটিভি, আর্চওয়ে মেটাল ডিটেক্টর, হ্যান্ডহেল্ড মেটাল ডিটেক্টর, লাগেজ স্ক্যানার, বডি স্ক্যানার** ইত্যাদি নিরাপত্তামূলক যন্ত্রপাতি সংযোজনের মাধ্যমে আমাদের কারাগারগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে করা হচ্ছে যুগোপযোগী। এছাড়া বন্দিদের যথাযথ নিরাপত্তার সাথে আদালতে আনা নেয়া ও স্থানান্তরের জন্য **অত্যাধুনিক ওয়েব বেজড প্রিজনভ্যান** সংযোজনও করা হয়েছে। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় অর্থ ও জনবল সাশ্রয় এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি হ্রাস কল্পে **বিজ্ঞ আদালতের সাথে কারাগারের ভিডিও কনফারেন্স** ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

কারা বন্দিদের সংশোধন ও কল্যাণমূলক কার্যক্রমঃ– বাংলাদেশ কারাবিভাগ কারাগারে আটক বন্দিদেরকে সংশোধিত মানুষ হিসেবে সমাজে পুনর্বাসনের মহান দায়িত্ব পালন করে আসছে। বন্দিদের দক্ষ ও সাবলম্বী করার লক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরে চালু থাকা হস্তশিল্পের পাশাপাশি দেশ-বিদেশের শ্রম বাজারের চাহিদা বিবেচনা করে **ডিজিটাল প্রিন্টিং, পাওয়ার লুম পরিচালনা, বুক বাইন্ডিং, টাইলস লেইং** ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে, যাতে করে বন্দিরা কারামুক্তির পর সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কয়েদিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে **লভ্যাংশের ৫০ শতাংশ** সংশ্লিষ্ট কয়েদিকে পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে করে তারা কারা পরবর্তী জীবনে সমাজে পুনর্বাসনের সুযোগ পাবে। এছাড়া কারাবন্দিদের মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয় চিন্তা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছায় কারাবন্দিদের পরিবারের সাথে টেলিফোনে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে আগামী ২৮ মার্চ টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে **'স্বজন'** নামীয় টেলিফোন বুথ উদ্বোধন করা হবে। বাংলাদেশ কারা বিভাগ কারাগারে আটক মায়ের সাথে শিশুদের প্রতিও যত্নশীল। মায়ের সাথে কারাগারে অবস্থানরত শিশুদের জন্য ৭টি কারাগারে ডে-কেয়ার সেন্টার চালু রয়েছে এবং শিশুদের জন্য কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারে **'আনন্দভুবন'** নামক একটি পার্ক উদ্বোধন করা হয়েছে। এছাড়া উপরোক্ত বিষয়গুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য বর্তমান সরকার **"প্রিজন্স এন্ড কারেকশনাল সার্ভিসেস এ্যাক্ট"** প্রণয়ন করতে যাচ্ছে।

কারা কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ– বাংলাদেশ কারাবিভাগকে একটি দক্ষ ও সুশৃঙ্খল বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে এবং এ বাহিনীর সদস্যদের জন্য আধুনিক ও যুগোপযোগী মানের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ইতোমধ্যে রাজশাহীতে কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কেরানীগঞ্জ ক্যাম্পাসে **" বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি"** নির্মাণের উদ্যেগ নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি কারা বিভাগের সদস্যদের সামরিক বাহিনীর **" অফিসার্স ওয়েপন কোর্স"** ও **"ফিজিক্যাল ফিটনেস ট্রেনিং কোর্স"** এ সংযুক্ত করার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে অনেক যুগোপযোগী করা হয়েছে। এছাড়া কারা বন্দিদের মধ্যে জঙ্গী সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রনে কারারক্ষীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সে টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক কোর্স অন্তর্ভুক্তকরণ এবং **ডি.জি.এফআই ও US Embassy** এর সহযোগিতায় **Counter Radicalization** এর প্রশিক্ষণ চালুকরণের মাধ্যমে কারাবিভাগের সদস্যদের জন্য আন্তর্জাতিকমানের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অর্জন ঃ– বিগত কয়েক বছর বাংলাদেশ জেল জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে তার সুনাম তুলে ধরতে পেরেছে। বাংলাদেশ প্রথমবারের মত **৪র্থ এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল কারেকশনাল ম্যানেজারস কনফারেন্স** এর আয়োজক হিসেবে সংক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ **এশিয়ান এন্ড প্যাসিফিক কো-অপারেশন অব কারেকশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস** তথা **APCCA** এর সদস্যপদ লাভ করে। এছাড়া ২০১৭ সালে বাংলাদেশ জেল এর সদস্যরা **'জাতিসংঘ' শান্তিরক্ষী** মিশনে প্রথমবারের অংশগ্রহণ করেই ভুয়সী প্রশংসা অর্জন করে এবং ইতোমধ্যে আরো সদস্য শান্তিরক্ষী মিশনে প্রেরণের জন্য প্রস্তাব জাতিসংঘ থেকে পাঠানো হয়েছে। **১৩তম জাতীয় সামার এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায়-২০১৭** এ বাংলাদেশ জেল ৪টি সোনা, ৩টি রূপা এবং ৪টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে পদক তালিকায় ৩য় স্থান অর্জন করে। এছাড়া **ঢাকা আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১৭** তে বাংলাদেশ জেল প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করেই মিনি প্যাভিলিয়ন ক্যাটাগরিতে **প্রথম স্থান** অর্জন করে।

কারাগারগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং কারাবন্দিদের জন্য বিভিন্ন সংশোধনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ নিশ্চিতভাবেই কারাগারকে সংশোধনাগারে রূপান্তরিত করবে। এই আত্মবিশ্বাসেই কারা সপ্তাহ-২০১৮ এর প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে,

"সংশোধন ও প্রশিক্ষণ, বন্দির হবে পুনর্বাসন"।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ বঙ্গভবন, ঢাকা।

২৮ ফাল্গুন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
১২ মার্চ ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

বাণী

কারা সপ্তাহ-২০১৮ উপলক্ষ্য আমি 'বাংলাদেশ জেল' এর সকল সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনে 'বাংলাদেশ জেল' এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর ৪টি কেন্দ্রীয় কারাগার, ১৩টি জেলা কারাগার এবং ৪২ টি উপ-কারাগার নিয়ে 'বাংলাদেশ জেল' এর অগ্রযাত্রার সূচনা করেন।

জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৭ সালে দেশের সকল উপ-কারাগারগুলোকে জেলা কারাগার হিসেবে ঘোষণা করে। আমরা ২০০৯ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে কারাগারকে সংশোধনাগার হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। বন্দির হাতকে দক্ষ কর্মীর হাতে রূপান্তরের লক্ষ্যে বন্দিদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। কারাগারসমূহে কুটির শিল্প ও বেকারি স্থাপন করা হয়েছে। কারাশিল্পে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ অর্থের লভ্যাংশের ৫০ শতাংশ বন্দিদের প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে কারাভোগ শেষে পুনরায় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে না জড়িয়ে বন্দিরা প্রশিক্ষণ ও মূলধন নিয়ে নতুন কর্মজীবন শুরু করতে পারে। আমরা ঢাকা কেন্দ্রিয় কারাগারকে কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তর করে আরও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত করে গড়ে তুলেছি। এ কারাগারে বন্দিদের উন্নত চিকিৎসার জন্য একটি ২৫০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। বন্দিদের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে একটি প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মহিলা কারারক্ষীদের জন্য উন্নত আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

কারাবন্দিদের সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের যোগাযোগ সহজ হলে তাদের মানসিক অবস্থার উন্নতি হবে। এজন্য সরকার কারাবন্দির মোবাইল ফোনে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। প্রথম পর্যায়ে টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে পরীক্ষামূলকভাবে 'মোবাইল ফোন বুথ' চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কারাবন্দিরা মাসে দু'বার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলতে পারবে। এ সকল পদক্ষেপে কারাবন্দিরা সুপথে ফিরে আসার সুযোগ পাবে বলে আমার প্রত্যাশা।

আমি আশা করি, কারাগার থেকে মুক্তির পর কারাবন্দিরা যাতে সংশোধিত মানুষ হিসেবে সমাজের মূলস্রোতে মিশে দেশের উন্নয়নের অবদান রাখতে পারে সে প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

আমি কারা সপ্তাহ-২০১৮ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

بسم الله الرحمن الرحيم

কারা মহাপরিদর্শক

কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২৮ ফাল্গুন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
১২ মার্চ ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

বাণী

কারা সপ্তাহ -২০১৮ উদযাপন উপলক্ষে কারা বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারি এবং বন্দিদেরকে জানাই উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা।

কারাগার সুষ্ঠু সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। সুষ্ঠু কারা ব্যবস্থাপনা সমাজের নিরাপদ পথ চলায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সে লক্ষ্যে বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণসহ বন্দি ও কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কল্যাণে বিভিন্ন উন্নয়নমুখি কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যা কারাগারকে সংশোধনাগার ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে অধিকতর অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

কারা বিভাগের উন্নয়নে বর্তমান সরকার অত্যন্ত আন্তরিক। এরই ধারাবাহিকতায় কারা বিভাগে নতুন জনবল সৃজনের পাশাপাশি আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন নতুন কারাগার নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমান সরকারের আন্তরিকতায় ৩৪টি আধুনিক ও উন্নত সুযোগ সুবিধা সম্বলিত কারাগার নির্মাণ করা হয়েছে এবং আরো ৬টি নতুন কারাগার নির্মাণের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। এ ছাড়া ৬টি নতুন কারাগার নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কারাগারে বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ এবং সার্বক্ষনিক গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার সুবিধার্থে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগের মোট ৩২ টি কারাগারে সিসিটিভি, আর্চওয়ে মেটাল ডিটেক্টর, হ্যান্ডহেল্ড মেটাল ডিটেক্টর সরবরাহ ও সংযোজনের কাজ চলছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কারা বন্দিরা অবৈধভাবে বাহিরে যাতে কোনক্রমেই যোগাযোগ করতে না পারে, সে জন্য প্রাথমিকভাবে এ ৩টি বিভাগের স্পর্শকাতর কারাগারে মোবাইল ফোন জ্যামার সল্যুশন স্থাপনের কাজ চলছে। একইভাবে নিষিদ্ধ মালামাল কারাভ্যন্তরে সম্পূর্ণরূপে বন্ধের সুবিধার্থে স্পর্শকাতর কারাগারে লাগেজ স্ক্যানার ও হিউম্যান বডি স্ক্যানার সংযোগের কাজ চলছে। পর্যায়ক্রমে দেশের অন্যান্য কারাগারেও একই ধরণের পদক্ষেপ নেয়া হবে। নাজিমুদ্দিন রোডস্থ ঢাকা পুরাতন কারাগারের জমির সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্যে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ইতোমধ্যেই স্থাপত্য নকশা নির্বাচন করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে দ্রুত বাস্তবায়ন কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হবে।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শারীরিক উৎকর্ষতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি সুষ্ঠু কারা প্রশাসনের জন্য অপরিহার্য। সে লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের আন্তরিকতায় রাজশাহীতে কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে এবং ঢাকায় আর্ন্তজাতিক মানের বঙ্গবন্ধু কারা প্রশিক্ষণ একাডেমির কাজ শুরু হয়েছে, যেখানে কারারক্ষি হতে শুরু করে সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ক্যাম্পাস, কেরানীগঞ্জে কারাবন্দি ও কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল এবং ৫০ শয্যা বিশিষ্ট মাদক নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কারা বন্দিদের পরিবারের সাথে টেলিফোনে কথা বলার সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে 'স্বজন' নামীয় 'মোবাইল ফোন বুথ' প্রকল্প পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে। শীঘ্রই তা উদ্বোধন করা হবে এবং পর্যায়ক্রমে দেশের সকল কারাগারে এ প্রকল্প চালু করা হবে।

বাংলাদেশের কারাগারগুলোকে আধুনিক বিশ্বের সাথে সংগতি রেখে সংশোধনাগার হিসেবে গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বন্দির হাতকে দক্ষ কর্মীর হাতে রূপান্তরের জন্যে কারাগারে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার, পার্ট-২ তে স্থাপিত বন্দি প্রশিক্ষণ স্কুল এবং নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে স্থাপিত জামদানী, তাঁত শিল্প এবং গার্মেন্টস উল্লেখযোগ্য। কারাশিল্পে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করত লভ্যাংশের ৫০ শতাংশ বন্দিদের প্রদান করা হবে। এতে সাজা শেষে বন্দিরা কারাশিল্পে নিয়োগের ফলে লব্ধজ্ঞান এবং প্রাপ্ত লভ্যাংশের অর্থ কাজে লাগিয়ে সমাজে পুনর্বাসনের সুযোগ পাবে। এতে সমাজে পুনঃ পুনঃ অপরাধ সংঘটিত করার প্রবণতাও হ্রাস পাবে।

শত সীমাবদ্ধতার মধ্যেও কারা বিভাগের বর্তমান উন্নয়নমুখি কার্যক্রম ও গতিশীলতা সমাজ গঠনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে। আরো উন্নয়ন সময়ের দাবী। সরকার সহ সংশ্লিষ্ট সকলের উৎসাহ ও সহযোগিতায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরলস পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ কারা বিভাগ সমাজ ও জাতির উন্নয়নে আরো অধিকতর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি কারা সপ্তাহ-২০১৮ এর সকল আয়োজন সুন্দর ও সফল হোক এ প্রত্যাশা করি।

(সৈয়দ ইফতেখার উদ্দীন)
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
কারা মহাপরিদর্শক।

বাংলাদেশ জেল